'স্মার্ট শিক্ষা স্মার্ট দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Accelerating and Strengthening Skills For Economic Transformation (ASSET) Project
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
আগারগাঁও, প্রশাসনিক এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.asset-dte.gov.bd; pd@asset-dte.gov.bd

'একটাই লক্ষ্য
হতে হবে দক্ষ'

স্মারক নং - ৫৭.০৩.০০০০.০০০.২৯.০৭৩.২২-৫২৩ তারিখ: ০৬/০৬/২০২৩ খ্রি.

বিষয়ঃ স্কিলস কম্পিটিশন ২০২৩ এর প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা আয়োজন প্রসঙ্গে

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) প্রকল্পের আওতায় কারিগরি শিক্ষার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও প্রচারণাসহ শিক্ষার্থীদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশের লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষাঙ্গনে Skills Competition (উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতা) আয়োজন করা হচ্ছে। এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেশের কারিগরি শিক্ষার্থীদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটবে। এ আয়োজন স্থানীয় প্রশাসন, মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা'র ছাত্র-ছাত্রীসহ তাদের অভিভাবক, শিক্ষা কর্মকর্তা, শিল্প-কারখানার মালিক, ব্যবসায়ী, সুশীল সমাজ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলবে। কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে এ প্রতিযোগিতার গুরুত্ব অপরিসীম।

২। প্রতিযোগিতাটি সুবিধাজনক সময়ে একযোগে সারাদেশে আয়োজন করা হবে। প্রতিযোগিতার তারিখ পরবর্তীতে জানানো হবে।

৩। প্রতিযোগীদেরকে www.asset-dte.gov.bd এ প্রদত্ত রেজিস্ট্রেশন লিংক ব্যবহার করে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে, নিজ নিজ ইমেইল হতে রেজিস্ট্রেশন ফরমটি ডাউনলোড, প্রিন্ট ও স্বাক্ষরপূর্বক স্ব স্ব বিভাগীয় প্রধানের নিকট দাখিল করতে হবে। অধ্যক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প বা উদ্ভাবনসমূহ কেবল প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৪। প্রতিযোগিতাটি আয়োজনের জন্য সংযুক্ত ব্যয় বিভাজন ও সরকারি ক্রয় বিধিমালা অনুসরণ করতে হবে। প্রতি প্রতিষ্ঠানে প্রকল্পের জিওবি অংশ থেকে ১,৫০,০০০.০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) করে IBAS++ এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

৫। অনুমোদিত বরাদ্দের টাকা IBAS++ এর মাধ্যমে ব্যয় করতে হবে। সেলক্ষ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ IBAS++ মাধ্যমে প্রদান করা হবে। প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের জন্য প্রকল্পের জিওবি খাত হতে সংযুক্ত তালিকার ব্যয় বিভাজন অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত বরাদ্দের বিভাজন অনুযায়ী ও সরকারি ক্রয় বিধিমালা অনুসরণে এ আয়োজন করতে হবে।

৬। স্কিলস কম্পিটিশন ২০২৩ আয়োজনে সংশ্লিষ্ট সকলকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

06-06-2023

আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ASSET প্রকল্পদ

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১-৫০। অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ... সরকারি পলিটেকনিক/মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট, ...।
৫১-১১৪। অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ... সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ...।
১১৫-১২০। অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ... ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি, ...।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষগণকে এ প্রতিযোগিতা আয়োজনের অনুমতি প্রদানের অনুরোধসহ)।

২। বিভাগীয় কমিশনার, সকল বিভাগ।
৩। প্রকল্প পরিচালক, ASSET প্রকল্প, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
৪। জেলা প্রশাসক, সকল জেলা।
৫। অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক, ASSET প্রকল্প, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
৬। পরিচালক (পিআইডব্লিউ/ ভোকেশনাল/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/ পিআইইউ/ প্রশাসন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। চীফ ও একাউন্টস এন্ড ফিনান্স অফিসার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা
৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৯। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা।
১০। উপপ্রকল্প পরিচালক (সকল), ASSET প্রকল্প, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
১১। প্রোগ্রামার, ASSET প্রকল্প, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
১২। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রচারের জন্য)
১৩। প্রোগ্রাম অফিসার, ASSET প্রকল্প, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
১৪। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ASSET প্রকল্প, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
১৫। ড. মোঃ মোখলেসুর রহমান, সিনিয়র অপারেশন্স অফিসার, বিশ্বব্যাংক, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৬। অফিস নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
অ্যাকসেলারেটিং অ্যানড স্ট্রেনদেনিং স্কিলস
ফর ইকনমিক ট্রান্সফরমেশন (ASSET) প্রকল্প

নির্দেশিকা

স্কিলস কম্পিটিশন ২০২৩ (Skills Competition 2023)

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করে চলেছে। এই প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবন দেশের মানুষের মাঝে তুলে ধরবে। এর ফলে শিক্ষার্থীবৃন্দ নূতন নূতন আবিষ্কারে উৎসাহিত হবে। বিকাশিত হবে তাদের মেধা। প্রচার প্রসার ঘটবে কারিগরি শিক্ষার। বাড়বে কারিগরি শিক্ষার মান।

১। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য সকল সরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীবৃন্দকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে apromis/online link গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

২। প্রতিযোগিতার নিবন্ধনের সময় সকল শিক্ষার্থীবৃন্দকে একক বা দলগতভাবে (দুই/তিন জন) একটি ধারণা (Idea Submission) দাখিল করতে হবে। ধারণা/উদ্ভাবন/প্রকল্পগুলোর অবশ্যই সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা, গ্রহণযোগ্য কার্যকারিতা, সময়োপযোগিতা, নূতনত্ব ইত্যাদি থাকতে হবে।

৩। রেজিস্ট্রেশনটি প্রথমে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান ও পরে স্ব স্ব অধ্যক্ষের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

৪। প্রতিষ্ঠানের সফল, কৃতি শিক্ষার্থীবৃন্দ মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এতে বর্তমান শিক্ষার্থীদের সাথে পূরাতন শিক্ষার্থীদের একটি সেতুবন্ধন তৈরি হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে নিকটবর্তী শিল্প প্রতিষ্ঠানে/সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিবর্গকে মেন্টর হিসেবে আমন্ত্রণ জানোনো যাবে। মেন্টরের সংখ্যা প্রতি টেকনোলজি/ট্রেড/বিভাগের জন্য ২-৫ জন হবে।

৫। দেশব্যাপী একযোগে শিক্ষার্থীবৃন্দ মেন্টরগণের উপস্থিতিতে তাদের ধারণা উপস্থাপন করবে। উপস্থাপন পর্যায়ে (Presentation) ধারণা বা উদ্ভাবন বা আবিষ্কারের প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কিভাবে কাজ করে, প্রয়োজনীয় উপকরণ, উপকারিতা ও চ্যালেঞ্জ, ধারণা প্রদর্শনে সম্ভাব্য খরচ এবং ব্যাপকভাবে এটা কিভাবে কাজ করতে পারবে তা সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।

৬। মেন্টরগণ প্রতি গ্রুপ- প্রতি শিফট থেকে সর্বোচ্চ তিন (৩) টি ধারণাকে সুপারিশ করতে পারবে।

৭। বিভাগীয় প্রধান নিজ নিজ টেকনোলজি/ট্রেড/বিভাগ হতে সর্বোচ্চ বার (১২) টি ধারণাকে সুপারিশ করতে পারবে।

৮। নিজ প্রতিষ্ঠানের যে কোন টেকনোলজি/বিভাগ/ট্রেড/পর্ব থেকে এক বা একাধিক শিক্ষার্থী দলগত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে মূল্যায়ন কমিটির নিকট তাদের উদ্ভাবন/প্রকল্প প্রদর্শন করবে।

৯। প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের (Institute Level (Display)) প্রতিযোগিতা একযোগে দেশব্যাপী একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার সকল পর্বের তারিখ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ঠিক করা হবে।

১০। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একটি করে মূল্যায়ন কমিটি থাকবে। মেধা, মনন ও বাস্তব চাহিদার বিবেচনায় প্রকল্পগুলো মূল্যায়ন করতে হবে এবং পূর্বের প্রতিযোগিতাগুলোতে প্রদর্শিত উদ্ভাবন/প্রকল্পগুলো যাতে এবারের প্রতিযোগিতায় পুনরায় প্রদর্শিত হতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

১১। ইনস্টিটিউট পর্যায়ে বিভিন্ন টেকনোলজি/বিভাগ/ট্রেড থেকে সব মিলিয়ে সর্বোচ্চ তিনটি দলকে (একক/দলগত) আঞ্চলিক পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত উদ্ভাবন/প্রকল্পগুলোর অবশ্যই সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা, গ্রহণযোগ্য কার্যকারিতা, সময়োপযোগিতা ও নূতনত্ব থাকতে হবে।

১২। প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষনিকভাবে apromis/online link বা app এ এন্ট্রি বা আপলোড দিয়ে প্রকাশ করে প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

১৩। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিজয়ী দলকে (একক/দলগত) তাদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সনদ প্রদান করা হবে। সনদের নমুনা কপি apromis/online link বা app হতে ডাউনলোড করা যাবে।

১৪। প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান থেকে তিনটি বিজয়ী দল (একক/দলগত) আঞ্চলিক পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত হবে। আঞ্চলিক পযার্য়ের প্রতিযোগিতা একই দিনে দেশ ব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে।

১৫। আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতার জন্য একটি সরকারী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটকে নির্বাচন করা হবে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতা আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা করবে এবং নিজেরাও যথানিয়মে অংশগ্রহণ করবে।

১৬। জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা)-কে আহ্বায়ক করে প্রতি অঞ্চলে একটি মুল্যায়ন কমিটি গঠন করা হবে। আয়োজক সরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ এ কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে কাজ করবেন। ৫ সদস্য বিশিষ্ট উক্ত কমিটির অন্যান্য সদস্য হবেন খ্যাতনামা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ।

১৭। মুল্যায়ন কমিটি প্রতি অঞ্চল থেকে সর্বোত্তম উদ্ভাবনকে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত করবেন। যেহেতু অঞ্চলভেদে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম/বেশী হয়, সেহেতু জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতার জন্য মনোনীত উদ্ভাবনের সংখ্যাও অঞ্চলভেদে কম/বেশী হতে পারে। প্রতিটি অঞ্চল থেকে সর্বোচ্চ তিন থেকে আটটি দলকে (একক/দলগত) জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত করা হবে।

১৮। অংশগ্রহণকারীর প্রত্যেক একক/দলকে আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতিযোগিতা আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/মুল্যায়ন কমিটির প্রধান এর স্বাক্ষরিত সনদ প্রদান করা হবে।

১৯। ৩য় পর্যায় তথা ফাইনাল রাউন্ড বা জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা ঢাকায় বিশেষ আয়োজনের মাধ্যমে গণ্যমান্য অতিথিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হবে। এতে আঞ্চলিক পর্যায় থেকে মনোনীত সেরা ৫০-১০০ টি উদ্ভাবন স্থান পাবে।

২০। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী উদ্ভাবনগুলো থেকে তিনটি (৩) উদ্ভাবনকে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান নির্বাচনের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হবে।

২১। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জাতীয় পর্যায়ের ৫-৭ সদস্যের মূল্যায়ন কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হবেন-বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র প্রভৃতির প্রতিনিধিগণ।

২২। চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী উদ্ভাবনকে (একক কিংবা দলগত) পুরস্কার ও সনদ প্রদান করা হবে।

২৩। **আয়োজক কমিটিঃ**

প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য একাধিক কমিটি গঠন করা হবে। যেমন-

ক) কেন্দ্রীয় আয়োজক কমিটি-কেন্দ্রীয় কমিটি কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। এই কমিটি প্রয়োজনীয় সাব-কমিটি গঠন করবে।

খ) আঞ্চলিক আয়োজক কমিটি-অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য থেকে ৫-৭ জন অধ্যক্ষকে নিয়ে আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হবে। আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা একটি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হবে এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ঐ কমিটির প্রধান হবেন এবং অংশগ্রহণকারী অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ অথবা আয়োজক প্রতিষ্ঠানের উপাধ্যক্ষ সদস্য-সচিব হিসেবে কাজ করবেন।

গ) প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের আয়োজক কমিটি-অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি টেকনোলজি/ট্রেড/বিভাগের প্রধানগণকে নিয়ে এ কমিটি গঠিত হবে। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ঐ কমিটির প্রধান হবেন। ৫-৭ জনের কমিটির সদস্য-সচিব হবেন ঐ প্রতিষ্ঠানের উপাধ্যক্ষ কিংবা অধ্যক্ষের মনোনিত শিক্ষক/কর্মকর্তা।

২৪। মূল্যায়ন কমিটিঃ

ক) কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন কমিটিঃ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর নেতৃত্বে ৫/৭ জনের একটি কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হবে। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হবেন-বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র প্রভৃতির প্রতিনিধিগণ।

খ) আঞ্চলিক মূল্যায়ন কমিটিঃ আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রদর্শীত উদ্ভাবনকে মূল্যায়নের জন্য ৫ সদস্যের একটি কমিটি থাকবে। স্ব স্ব অঞ্চলের জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা)-কে আহ্বায়ক করে প্রতি অঞ্চলে একটি মুল্যায়ন কমিটি গঠন করা হবে। আয়োজক সরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ সদস্য-সচিব হিসাবে কাজ করবেন। ৫ সদস্য বিশিষ্ট উক্ত কমিটির অন্যান্য সদস্য হবেন খ্যাতনামা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা/ব্যাবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সুশিল সমাজ ও গণমাধ্যম প্রতিনিধি।

গ) প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের মূল্যায়ন কমিটি: প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধানের নেতৃত্বে ৩ সদস্যের একটি কমিটি থাকবে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে প্রদর্শীত উদ্ভাবনকে মূল্যায়নের জন্য। স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি ও শিল্প-কারখানা/ব্যাবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই কমিটির সদস্য হবেন।

২৫। সেমিনার ও শোভাযাত্রাঃ কারিগরি শিক্ষা সর্ম্পকে মানুষকে জানানোর জন্য ও কারিগরি শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে সেমিনারের আয়োজন করতে হবে।

ক) আঞ্চলিক পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন: প্রতিযোগিতার দিন কারিগরি শিক্ষা সর্ম্পকে জনগণকে জানানোর জন্য সেমিনারের আয়োজন করতে হবে। এটা ২৫০-৩০০ জনের একটি আয়োজন হবে যেখানে আঞ্চলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (কারিগরি ও সাধারণ) প্রধানগণ, স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি, উচ্চ বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, শিল্প-কারখানা/ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি ও অভিভাবকগণ উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানটি গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রচারিত সংবাদগুলোর ক্লিপিং অনুষ্ঠান শেষের পরপরই প্রকল্প/অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে।

খ) আঞ্চলিক পর্যায়ে র‍্যালীর আয়োজন: প্রতিযোগিতার দিন কারিগরি শিক্ষা সর্ম্পকে মানুষকে অবহিত করার জন্য একটি র‍্যালী আয়োজন করতে হবে। এই র‍্যালীতে ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মকর্তা/কর্মচারী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (কারিগরি ও সাধারণ) প্রধানগণ, স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, শিল্প-কারখানা/ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি ও অভিভাবকগণ অংশগ্রহণ করবেন। তাদের জন্য টিশার্ট/ক্যাপ নাস্তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

গ) জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন: চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার দিন কারিগরি শিক্ষা সর্ম্পকে মানুষকে তথ্য দেয়ার জন্য একাধিক সেমিনারের আয়োজন করতে হবে। এটা নির্বাচিত ৫০০ জন অতিথির একটি আয়োজন হবে, যেখানে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, শিল্প-কারখানা/ব্যাবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা উপস্থিত থাকবেন।

ঘ) জাতীয় পর্যায়ে র‍্যালীর আয়োজন: চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার দিন কারিগরি শিক্ষায় দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য হাজার পাঁচেক লোকের একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করতে হবে। এই র‍্যালীতে ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মকর্তা/কর্মচারী, উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, মন্ত্রীবর্গ, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, শিল্প-কারখানা/ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি ও অভিভাবকগণ অংশগ্রহণ করবেন।

২৬। প্রতিযোগিতার সম্ভাব্য সময়সূচি:

ক্র. ন.	প্রতিযোগিতার পর্যায়সমূহ	তারিখ	মন্তব্য
১।	উদ্বোধনী পর্যায় ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়	১৭ জুন ২০২৩	সরকারি-বেসরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের সবাই একই দিনে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে।
২।	আঞ্চলিক পর্যায়	২৪ জুন ২০২৩ (সম্ভাব্য)	আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা একই সাথে সকল অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হবে। আঞ্চলিক পর্যায়ের একটি কারিগরি প্রতিষ্ঠান এই পর্বের প্রতিযোগিতা আয়োজনে নেতৃত্ব দেবে।
৩।	জাতীয় পর্যায়	২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (সম্ভাব্য)	দেশের সেরা ৫০-১০০টি উদ্ভাবন এক/দুই দিন ধরে প্রর্দশিত হবে। চলবে মূল্যায়ন। একাধিক সেমিনার আয়োজিত হবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হবে কারিগরি ক্ষেত্রের সবচেয়ে বড় ইভেন্টের।

২৭। আর্থিক ব্যবস্থাপনা:

প্রতিযোগিতার ব্যয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতায় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন অ্যাকসেলারেটিং অ্যানড স্ট্রেনদেনিং স্কিলস ফর ইকনমিক ট্রান্সফরমেশন (ASSET) প্রকল্প হতে নিম্নরূপ ব্যয় নির্বাহ করা যাবে।

ক্র. ন.	প্রতিযোগিতার পর্যায়সমূহ	বিবরণ	মন্তব্য
১।	প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়	প্রতি প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ ১,৫০,০০০.০০ টাকা (১২০ টি x ১,৫০,০০০.০০ =১,৮০,০০,০০০.০০	সরকারি ৫০টি পলিটেকনিক/মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৬৪টি সরকারি টিএসসি এবং ৬টি মেরিন ইনস্টিটিউটে সর্বোচ্চ ১,৫০,০০০.০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে। • ব্যয় বিভাজন সংযুক্ত
৩।	আঞ্চলিক পর্যায়	১,০০,০০,০০০.০০	ন্যুনতম ১০ টি উদ্ভাবন = সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০.০০ ন্যুনতম ১৫ টি উদ্ভাবন = সর্বোচ্চ ৬,০০,০০০.০০ ন্যুনতম ২০ টি উদ্ভাবন = সর্বোচ্চ ৭,০০,০০০.০০

ক্র. ন.	প্রতিযোগিতার পর্যায়সমূহ	বিবরণ	মন্তব্য
			ন্যূনতম ২৫ টি উদ্ভাবন = সর্বোচ্চ ৮,০০,০০০.০০ • অনুষ্ঠানের পরের দিন বিল/ভাউচার এর প্রমানকসহ প্রকল্প দপ্তরে দাখিল সাপেক্ষে প্রদান করা হবে। • সরকারি ক্রয় বিধিমালা ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আইন অনুযায়ী ব্যয়যোগ্য • ব্যয় বিভাজন সংযুক্ত
৪।	জাতীয় পর্যায়	২,২০,০০,০০০.০০	• জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা আয়োজনের পূর্বে বাজেট উপকমিটি, কমিটি কেন্দ্রিয় কমিটির পরামর্শ মোতাবেক এ বাজেটের খসড়া প্রণয়ন করবে। • ব্যয় বিভাজন সংযুক্ত
সর্বমোট		**৫,০০,০০,০০০.০০**	
প্রতিটি পর্বের বিস্তারিত বিভাজন দিতে হবে।			

২৮। সহযোগিতা: প্রতিযোগিতা আয়োজনে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। বিশেষকরে আইটি প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমকে সহযোগী হিসেবে সাথে নেয়া বিশেষ উপকারী হতে পারে।

উপসংহার: উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতা সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান, মন্ত্রণালয়, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কারিগরি প্রতিষ্ঠান, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি, উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি এবং শিল্প-কারখানা/ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ/উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের শিক্ষার্থী ও TVET সেক্টরের সকলকে নূতন নূতন উদ্ভাবন/আবিষ্কারে উৎসাহিত করবে। ক্রমান্বয়ে সেগুলোর বাণিজ্যিক উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজে সহায়তা প্রদান করতে হবে। এভাবে উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতা (Skills Competition) একদিন দেশের কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক সমৃদ্ধি বয়ে আনবে এবং দেশে কারিগরি শিক্ষা ও TVET কে জনপ্রিয় করতে সাহায্য করবে। কারিগরি শিক্ষার হাত ধরে এভাবে সমগ্র জাতি একদিন এগিয়ে যাবে অনেক দূর।

০৬-০২-২০২১

আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ASSET Project

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
অ্যাকসেলারেটিং অ্যানড স্ট্রেনদেনিং স্কিলস
ফর ইকনমিক ট্রান্সফরমেশন (ASSET) প্রকল্প

ব্যয় বিভাজন

প্রতিষ্ঠান পর্যায়

স্কিলস কম্পিটিশন ২০২৩

ক্রম	ব্যয়ের খাত ও হার (টাকা)		
১.	প্রকল্প বা উদ্ভাবনীর খরচ -কাচামালের ভাউচার সাপেক্ষে (প্রতিটির জন্য সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা, প্রতি প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ প্রকল্প সংখ্যা ১৫ টি)		৭৫০০.০০
২.	ভেন্যুর সাজসজ্জা (স্টল, স্টেজ, প্রতিটি প্রকল্পের জন্য ব্যানার -থোক সর্বোচ্চ (ভাউচার সাপেক্ষে)		সর্বোচ্চ ২৫০০০.০০
৩.	বিচারকের সম্মানী (৩ সদস্য বিশিষ্ট)	সভাপতি	৩০০০.০০
		সদস্য সচিব	২৫০০.০০
		সদস্য	২০০০.০০
৪.	অংশগ্রহণকারীগণের সম্মানী- (প্রতি প্রকল্পের জন্য সর্বোচ্চ ৩ জন, সেরা ১৫টি প্রকল্পের জন্য) জন প্রতি ৩০০ টাকা		সর্বোচ্চ ১৩,৫০০.০০
৫.	মেন্টরগণের সম্মানী- (টেকনোলজি প্রতি সর্বোচ্চ মেন্টর ২ জন)- জন প্রতি ২৫০০.০০ টাকা		সর্বোচ্চ ৩৫০০০.০০
৬.	আপ্যায়ন (প্রতিযোগী-৪৫ জন, মেন্টর-১৫ জন, বিচারক-৩, সভাপতি ও অতিথি-৫, আয়োজক -২০ জন, অন্যান্য-১২)	নাস্তা প্রতি জন ৪০ টাকা	৪০০০.০০
		দুপুরের খাবার প্রতি জন ২৫০.০০	২৫০০০.০০
৭.	প্রচারণা ও বিজ্ঞাপন -লোকাল কেবল টিভিতে বিজ্ঞাপন, স্থানীয় প্রত্রিকা ও মাইকিং (৩ দিন)		সর্বোচ্চ ৬০০০.০০
৮.	প্রকল্পের বিবরণ সম্বলিত প্রচারপত্র- ফটোকপি বা প্রিন্ট, প্রতিটি প্রকল্পের জন্য, সেরা ১৫টি প্রকল্পের জন্য, প্রতিটি ২০০ টাকা		৩০০০.০০
৯.	সনদ (বিজয়ী)- ফোল্ডারসহ প্রতিটি ২৫০ টাকা, ৯টি		২২৫০.০০
১০.	সনদ-প্রতিটি মূদ্রণ ও লেখন সকল অংশগ্রহণকারীদের জন্য. প্রয়োজনের বিবিধ থেকে ব্যয় নির্বাহ করা যাবে		৫০
১১.	সম্মানী -প্রধান অতিথি (বহিরাগত)		৩০০০.০০
১২.	সম্মানী -বিশেষ অতিথি (অনধিক ০৩ জন, বহিরাগত) প্রতিজন ২৫০০ টাকা		৭৫০০.০০
১৩.	সম্মানী - সভাপতি (আয়োজক)		২৫০০.০০
১৪.	বিবিধ		৩২৫০.০০
		মোট	১,৫০,০০০.০০